সংবাদ

তারিখ 24 MAY 2009

৮ম শ্রেণীর পর বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে

● শিক্ষানীতি কমিটির মত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নতুন শিক্ষানীতিতে যেসব শিক্ষার্থী বিভিন্ন কারণে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ শেষে উচ্চশিক্ষা নিতে পারবে না তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন না কোন কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ছয় মাস থেকে ২ বছর মেয়াদি তিনটি স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রতিটি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত খসড়া আকারে প্রণয়নের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থা : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৩

ব্যবস্থা : থাকবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যরা যেসব বিষয়ে একমত হয়েছেন বা একমত হতে পারেননি সেসব বিষয় খসড়া আকারে প্রণয়ন করবে এ উপকমিটি।

গতকাল বিকেলে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চতুর্থ বৈঠকে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে 'সংবাদ'কে জানান কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ। বৈঠকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে জানিয়ে কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হতে পারে। এরপর এ খসড়ার ওপর সমাজের বিভিন্ন স্তরের (শিক্ষক, গবেষক, মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি) প্রতিনিধিদের সঙ্গে পর্যালোচনামূলক মতবিনিময় করা হবে। এরপরই চূড়ান্ত শিক্ষানীতির প্রস্তাবনা পেশ করা হবে।

কমিটির অপর একটি সূত্র জানায়, ২০০০ সালের শিক্ষানীতিতে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার জন্য গতকাল মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সমাজবিজ্ঞানকে রাখা হবে। আবশ্যিক পাঠ্যের পাশাপাশি বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলাবিভাগ এবং মাদ্রাসার বিষয় ঐচ্ছিক হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা না রাখার বিষয়ে কমিটির সদস্যরা একমত হন।

দেশে প্রচলিত ১১ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।